কৃষি ও কৃষকের হৃদয়ে মাটি ও মানুষ

দেশটা কৃষি ও কৃষকের। অথচ টিভি পর্দায় তাদের উপস্থিতি নগন্য। কৃষি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান নেই বললেই চলে। ব্যতিক্রম শাইখ সিরাজের 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ'। ৩ বছরে পা দিলো অনুষ্ঠানটি। যা বদলে দি"Q আমাদের কৃষির চালচিত্র... লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

আশির দশকের কথা। ঘরোয়া বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম বিটিভি। সেখানে নাটক আর ছায়াছন্দের দাপট। এরই মাঝে কৃষি বিষয়ক একটা অনুষ্ঠান ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শুরুতে অবশ্য সংশয় ছিল শিক্ষিত, চাকরিজীবী, শহুরে মধ্যবিত্ত দর্শক কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠানটি আদৌ গ্রহণ করবে কি না সে ব্যাপারে। কিন্তু এক পর্যায়ে দেখা গেল, নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে টিভি সেটের সামনে বসে পড়ছে বাসার সবাই। '৮২ থেকে '৯৬- দীর্ঘ ১৪ বছর এমন তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছিল অনুষ্ঠানটি।

অনুষ্ঠানটির নাম 'মাটি ও মানুষ'। এবং একে জনপ্রিয় করেছিলেন যিনি, তার নাম বলাটা বাহুল্য। তিনি শাইখ সিরাজ।

মাঝে ৮ বছরের বিরতি। একুশে ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বেসরকারি টিভি স্টেশন চ্যানেল আইতে সম্প্রচার শুরু হয় 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ'। আবার সেই শাইখ সিরাজ। আবার সেই জনপ্রিয়তা। এবার ৩ বছরে পা রাখছে অনুষ্ঠানটি।

কৃষি ও কৃষক নিয়ে আমাদের প্রচলিত ধারণাকে বদলে দিয়েছিল 'মাটি ও মানুষ'। কৃষি মানেই শুধু ধান-পাট চাষ আর কৃষক বলতে কোদাল-কাস্তে হাতে হাড় জিরজিরে গ্রাম্য ব্যক্তি, এমন ধারণার বাইরে কৃষি ও কৃষকের নতুন সংজ্ঞা দিয়েছিলেন শাইখ সিরাজ। সেই কথাই বললেন তিনি, 'অনুষ্ঠানটি করতে এসে আমি এই ধারণা মাথা থেকে একেবারে দূর করে দিলাম। শুধু ধান-পাট নয়। কৃষক শুধু ধান চাষ করে বলেই তার নুন আনতে পান্তা ফুরায়। নিজেরটা খায়। বাকিটা বীজ রাখে পরের বছরের জন্য। তাহলে কি করতে হবে? ধান ক্ষেতে মাছের চাষ করতে হবে, পতিত জমিতে মাছ, হাঁস-মুরগির চাষ করতে হবে। কৃষিকে হতে হবে সমন্বিত।' এভাবেই দেশজুড়ে কৃষি ভাবনায় পরিবর্তন এলো। গ্রামের ক্ষেত থেকে কৃষি উঠে আসলো শহরে ফ্ল্যাটের বারান্দায়, ছাদে। কোদাল-কাস্তের গ্রামীণ কৃষকের মতো 'কৃষক' হয়ে উঠলেন অফিসের বড়কর্তাটিও।

বিটিভির সেই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আজকের 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষের' পার্থক্য কোথায়? প্রশ্নটি করেছিলাম শাইখ সিরাজকে। 'পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে' বললেন তিনি। 'না হলে মানুষ চ্যানেল আইয়ের অনুষ্ঠানটি দেখে কেন? দেখে কারণ দর্শক সাম্প্রতিকতম তথ্য জানতে চায়। যেমন- ২০ বছর আগে আমি বলেছি মাছ চাষের কথা। এখনো যদি সেই একই কথা বলি তাহলে কৃষক আমার অনুষ্ঠান দেখবে কেন? কাজেই এখন আমি বলছি কোন মাছের দাম ভালো, মাছ বাজারজাত ও সংরক্ষণের প্রক্রিয়া, মাছের খাদ্য, রেণু পোনা তৈরির কথা, উন্নত শস্যবীজ আর প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা।'

শাইখ সিরাজের আবিষ্কার বৃক্ষপ্রেমী কার্তিক প্রামাণিক

অর্থাৎ 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ'র ফোকাস শস্য উৎপাদনের চেয়ে পণ্য উৎপাদনের ওপর। টার্গেট গ্রুপেও পরিবর্তন এসেছে। গ্রামের কৃষকের চেয়ে শহরের দর্শক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এর

কারণটা শাইখ সিরাজ ব্যাখ্যা করলেন এভাবে, 'আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। ফড়িয়ারা সব নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কৃষক তো ফিরে যাবে পুরনো ব্যবস্থায়। তাই এখন প্রয়োজন যারা নীতিনির্ধারক তাদের প্রভাবিত করা।' সরকারি-বেসরকারি মহলের গৃহীত সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করে গ্রামীণ কৃষক ও কৃষিব্যবস্থার ভাগ্য। সেভাবে দেখলে, আজকের 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ'র প্রভাব বিটিভির 'মাটি ও মানুষের' চেয়ে অনেক বেশি। কেননা আজকে শাইখ সিরাজ ব্যস্ত বাংলাদেশের কৃষির ভবিষ্যৎ নির্মাণ নিয়ে।

এবং উদ্বিগ্ন। ভারত, চীন, ভিয়েতনাম ঘুরে তিনি দেখেছেন, সেসব দেশের কৃষির এগিয়ে যাওয়া। 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ'র কল্যাণে ভিয়েতনাম থেকে ড্রাম সিডারের মতো প্রযুক্তি দেশে এলেও, আমাদের প্রযুক্তির দৌড় খুব বেশি দূর নয়। প্রান্তিক কৃষক এসব প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহী হলেও দেশের নীতিনির্ধারকরা অদূরদর্শী। ফলে দেশের উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উপকরণের চাহিদা বাড়লেও যোগান বাড়েনি। শাইখ সিরাজ মনে করেন, আশির দশকে কৃষকের কৃষি উপকরণ প্রাপ্তিতে এত সমস্যা ছিল না। এখন যেমন দেশে ইউরিয়া কিংবা জ্বালানি তেলের চাহিদা বেড়েছে, পাশাপাশি বেড়েছে প্রযুক্তি আমদানির তাগিদ। ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তিনি মনে করেন, দেশের উচ্চফলনশীল হাইব্রিড শস্যের ব্যাপক আবাদ হওয়া প্রয়োজন। পরিবেশগত সমস্যার যে অভিযোগ ওঠে হাইব্রিড শস্যের বিরুদ্ধে তার বিপরীতে শাইখ সিরাজ মনে করেন, ক্রমবর্ধমান মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটাতে হাইব্রিড শস্যের বিকল্প নেই। চীন, ভারত কিংবা ভিয়েতনাম হাইব্রিড শস্যের উৎপাদন তো করছেই, এসব দেশ এখন সুপার হাইব্রিড শস্যের আবাদ করছে।

২০ বছর আগে আমি বলেছি মাছ চাষের কথা। এখন আমি বলছি কোন মাছের দাম ভালো, মাছ বাজারজাত ও সংরক্ষণের প্রক্রিয়া, মাছের খাদ্য, রেণু পোনা তৈরির কথা, উন্নত শস্যবীজ আর প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা

শাইখ সিরাজ বললেন, 'আমরা যখন আশির দশকে ইরির মতো উফশী জাত চাষের কথা বললাম, কৃষক সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিল। বলেছিল এসব রাবার চাল আমরা খাব না। কিন্তু এখন ঠিকই সেই ধান আবাদ হচ্ছে। এর ফলে আমাদের একর প্রতি উৎপাদন অনেক বেড়েছে।'

সমস্যা অবশ্য রয়েই যায়। বিশেষত বিত্তশালী কোম্পানিগুলো ব্যবসায়িক স্বার্থে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন ও বাজারজাত করে। ফলে কৃষকরা চাষের বীজের জন্য এসব কোম্পানির হাতে বাধা পড়ে। শাইখ সিরাজ মনে করেন, এ জন্য সরকারের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। বীজ উৎপাদন ও বিপণনের ব্যবস্থাটা থাকা উচিত সরকারের হাতে। পাশাপাশি কৃষকদেরও হাইব্রিড বীজ উৎপাদন প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশের কৃষক বীজ চিনতে যে ভুল করে না সেটাই তুলে ধরেছে 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ'। ঝিনাইদহের সদর উপজেলা সাধুহাটি ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের হরিপদ কাপালী শাইখ সিরাজের সবচেয়ে আলোচিত আবিষ্কারগুলোর একটি । হরিপদ কাপালী একদিন ধানক্ষেতে গিয়ে দেখলেন, একটি হৃষ্টপুষ্ট ধানগাছ বেশ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আগাছা হিসেবে ফেলে না দিয়ে যত্ন করে লালন করলেন সেই চারা। বীজ রাখলেন। দুই বছরে তা থেকে উৎপাদিত বীজ বুনলেন আবাদী ক্ষেতে। ফলন হলো অবিশ্বাস্য। উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের চেয়ে ৫/৭ মণ বেশি। হরিপদ কাপালী সেই বীজ অন্য চাষীদের দিলেন। পাল্টে গেল এলাকার উৎপাদন চিত্র।

এ রকম বহু সাফল্য কথা উঠে এসেছে গত দুই বছরে 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষের' ৯৫টি পর্বে। বৃক্ষপ্রেমী কার্তিক প্রামাণিক, মাছ চাষী নূরুল হক, ঝিনাইদহের খালেদা খানম- অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যাবে। দর্শক এ ধরনের সাফল্যের কাহিনী জানতে চায়, দেখতে চায় এবং এদের কাহিনী অনুপ্রাণিত করে অন্যদের।

কৃষি ও কৃষকের দেশে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে এমন অনুষ্ঠান নেই বললেই চলে। এত দীর্ঘ সময় পরেও শাইখ সিরাজ একজনই। কেন? শাইখ সিরাজ বললেন, আন্তরিকতার অভাবের কথা। 'সবাই মনে করে একটা অনুষ্ঠান করা দরকার, তাই করা। কিন্তু আমি কাজটাকে নিয়েছিলাম মনেপ্রাণে'।

'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ'র সাফল্যের মূলমন্ত্র এটাই।

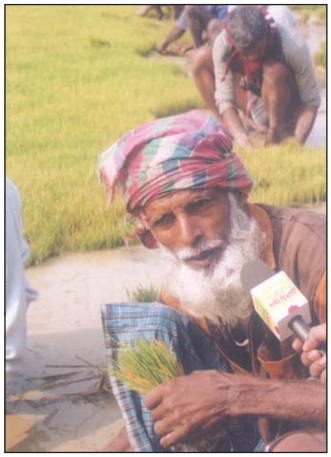

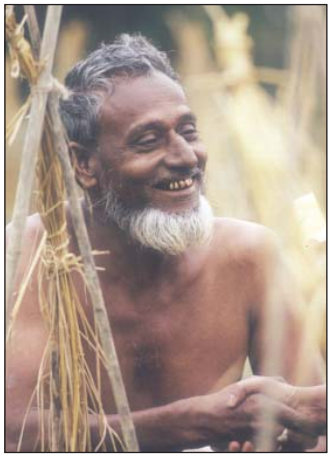

গত ২ বছরে 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানে উঠে এসেছে কৃষকদের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা

ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে শাইখ সিরাজ মনে করেন, দেশের উচ্চফলনশীল হাইব্রিড শস্যের ব্যাপক আবাদ হওয়া প্রয়োজন